ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কাজের মাঝে অনুভূতি ও পরিবারকে আসতে দেননি প্রিয়াঙ্কা

পৃঃ ৫

চোট কাটিয়ে অনুশীলনে মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ 4 সংখ্যা ঃ ২৪২ ● কলকাতা ● ১৮ ভাদ্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সন্দীপ ঘোষকে সপাটে চড় আদালত চত্বরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। 'তিলোত্তমা'-র নৃশংস পরিণতিতে তাঁর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ বাড়ছিল। আরজি করের সেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে এবার সপাটে চড় মারলেন এক বিক্ষোভকারী।এদিন আলিপুর আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় সন্দীপকে। সেইসময় আদালত চত্বরে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। সেই বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা যায় আইনজীবীদেরও। আদালতের ভিতরে কোনওরকমে নিয়ে যাওয়া হয় সন্দীপকে। তাঁকে ৮ দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তারপরই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বের করে আনা হয় সন্দীপকে। সেইসময় এক বিক্ষোভকারী চড় মারের আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে।

বছর দুয়েক আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে জুতো ছুড়তে দেখা গিয়েছিল। ২০২২ সালের ২ অগস্ট পার্থকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়ে বেরোনোর সময় তাঁর গাড়ির দিকে জুতো ছুড়েন এক মহিলা। যদিও সেই জুতো পার্থর গায়ে লাগেনি। পার্থর গায়ে জুতোটা না লাগায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন ওই মহিলা।

মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হয় সন্দীপ ঘোষকে। সেইসময় মহিলা ও পুরুষ আইনজীবীরা বিক্ষোভ দেখান।সন্দীপ ঘোষের ফাঁসির দাবিতে সরব হন। সেইসময় আদালত চত্বরে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা কম ছিল। সন্দীপ ঘোষকে আদালতে ঢোকাতে বেগ পেতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের।

পরিস্থিতি দেখে আরও ফোর্স আনা হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আদালত চত্বর থেকে বের করা হয় সন্দীপকে। তখন

এরপর ৩ পাতায়

সোমবার সন্দীপ গ্রেপ্তার

মঙ্গলে নিজাম প্যালেসে আগুন

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই শিরোনামে রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ। সোমবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। আরজি করের আর্থিক অনিয়মের মামলায় হাতে হাতকড়া পড়েছে তাঁর। এরপর ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। মঙ্গলবার সকালে নিজাম প্যালেসে অগ্নিকাণ্ডের খবর সামনে এল।নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের দফতর রয়েছে। ক্যামাক স্ট্রিটের কাছেই এই অফিস। আজ সকালে এই বিল্ডিংয়েই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের কোয়ার্টার্সে আগুন লাগে। সেই আগুন আশেপাশে ছড়ানোর আগেই স্থানীয়রা ব্যবস্থা নেন। সেই সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় দমকলে।ঘটনাস্থলে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। তবে স্থানীয়দের চেষ্টাতেই আগুন নিয়ন্ত্রনে চলে আসে বলে খবর। ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটল সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে জানা যাচ্ছে, সেখানে দু'টি সিলিন্ডার এবং ওভেন রয়েছে। রান্না করতে গিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দফতরের দূরত্ব অনেকখানি বলে জানা যাচ্ছে। গতকাল গ্রেফতার হওয়ার পর বর্তমানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দফতরেই রয়েছেন সন্দীপ সহ বাকি ৩ জন। তবে নিজাম প্যালেসেই সিবিআই দফতর হওয়ার কারণে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের খবর সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনি-রবি 'ব্রেক' ছিল। সোমবার ফের তাঁকে তলব করা হয়। সন্ধ্যায় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের করে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয় সন্দীপকে। এরপর তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয় তাঁর গ্রেফতারির খবর। আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তিনি। সন্দীপ ছাড়াও রাতে সিবিআই আরও ৩ জন কে গ্রেফতার করেন। আফসার আলি, সুমন হাজরা এবং বিপ্লব সিংহকেও গ্রেফতার করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এদের মধ্যে সুমন এবং বিপ্লব হাসপাতালের ভেন্ডর এবং আফসার সন্দীপের দেহরক্ষী।

ন'ফুট গেট সরিয়ে লালবাজারে ঢুকছেন

২২ জন চিকিৎসকের প্রতিনিধিদল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গতকাল থেকে একটানা ২২ঘন্টা রাতভর অবস্থান বিক্ষোভ চলেছিল জুনিয়র চিকিৎসকদের। বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট দখল করে বসেছিলেন সেই চিকিৎসকেরা। কখনও বা স্লোগান তুলে আবার কখনও গানে গানে গোটা রাত কাটিয়েছেন। তবুও দাবি থেকে সরেননি তাঁরা। রাতভর কার্যত দু'পক্ষের মধ্যে চলেছিল ঠান্ডা লড়াই। বড় বড় ব্যারিকেডের একদিকে ঠায় বসে পুলিশ। অপর দিকে, অনড় চিকিৎসকরা দফা এক দাবি এক স্লোগানে অনশনে বসে রাস্তায়। তবে মঙ্গলবার বেলা গড়াতেই ফের আন্দোলনকারী ও জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকে পুলিশ। এই নিয়ে তৃতীয়বার বৈঠক। অবশেষে দু'পক্ষের আলোচনায় নমনীয় পুলিশ। প্রায় ২২ ঘণ্টা পর ২২ জন ডাক্তারকে লালবাজারে ঢোকার অনুমতি দিল পুলিশ। লালবাজারের সামনের ব্যারিকেড সরিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের শান্তিপূর্ণ মিছিল এগোবে। এই ৯ ফুট গেট সরিয়েই লালবাজারে ঢুকছেন ২২ জনের প্রতিনিধিদল। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পর্যন্ত মিছিলের পর ২২ জন জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দল ঢুকছেন লালবাজারে। এবার পুলিশের পক্ষ থেকে খোলা হয়েছে ব্যারিকেড। অ্যাডিশনাল সিপি - এর অনুমতি দেওয়ার পরই শুরু হয়েছিল লৌহ কপাট সরানোর কাজ।' উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তুলে জুনিয়র চিকিৎসকদের শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল এগোনোর প্রস্তুতি শুরু হয়।

পরিত্যক্ত বাড়িতে ১৫-র কিশোরের সঙ্গে

সহবাস আঠারোর তরুণীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বয়সের ছোট এক কিশোরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন ১৮-র তরুণী। সপ্তাহদুয়েক পরই মুম্বইয়ের সিউরির হে বান্ডারে একটি ফাঁকা বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ওই তরুণীর দেহ। মৃতার মায়ের অভিযোগ, মেয়ের মৃত্যুর পিছনে ওই কিশোরের হাত রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালককে আটক করেছে পুলিশ।মৃতা তরুণীর মায়ের দাবি, তাঁর মেয়ের মৃত্যুর পিছনে দায়ী ওই কিশোর। তবে কিশোর পুলিশকে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় সে শুয়ে ছিল। এক তদন্তকারী বলেন, "কিশোর জানিয়েছে, ঘুম থেকে ওঠার পর সে তরুণীর খোঁজ করে। নিচের তলায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ দেখে ভয়ে কালওয়ায় দিদির বাড়ি পালিয়ে যায়।" তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে ওই দুইজন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। আগেও কয়েকবার এই যুগল পালিয়ে গিয়েছিলেন। নাবালককে আটক করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকাল ৮টার দিকে, ওই ফাঁকা বাড়ি থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে ওই দুইজন পরিত্যক্ত ওই বাড়ির ছতলায় থাকতেন তাঁরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তরুণী ছতলা থেকে পড়ে গিয়েছেন বা তাঁকে কেউ ধাক্কা দিয়েছেন।

সরকারি সফরে ব্রুনেই পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়ার আমন্ত্রণে সরকারি সফরে আজ বন্দর সেরি বেগাওয়ানে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রুনেইতে গেলেন। ঘটনাচক্রে প্রধানমন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক সফরের সময়েই ভারত ও ব্রুনেইয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৪০ বছর পূর্তি হচ্ছে। বন্দর সেরি বেগাওয়ানে পৌঁছনোর পর যুবরাজ হাজি আল মুহতাদি বিল্লা, ব্রুনেইয়ের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মন্ত্রী প্রমুখ প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

ভারতের 'পুবে সক্রিয়' নীতি এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলো ব্রুনেই। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিষয়ে সুদৃঢ় বোঝাপড়া, ভারত ও ব্রুনেইয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি। দুই দেশের মধ্যে এক হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যোগসূত্র রয়েছে।

ব্রুনেই দারুসসালাম এবং সিঙ্গাপুর সফরের

(০৩-০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪) প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নতুন দিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আজ আমি প্রথমবারের মতো ব্রুনেই দারুসসালাম সফর করবো। আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে আমি মাননীয় সুলতান হাজি হাসসানাল বোলকিয়া সহ রাজপরিবারের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ব্রুনেই থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি সিঙ্গাপুর যাবো। সেখানে রাষ্ট্রপতি থার্মান শানমুগরত্নম, প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওয়াং, সিনিয়র মিনিস্টার লি হাইসেন লং এবং এমিরেটার্স সিনিয়র মিনিস্টার গো চক তং-এর সঙ্গে বৈঠকের অপেক্ষায় রয়েছি। আমি সিঙ্গাপুরের

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য বিধানসভায় ধর্ষণ বিরোধী বিল আনলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উত্থাপিত বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগে 'দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড বিল ২০২৪' (ওয়েস্টবেঙ্গল ক্রিমিনাল ল'জ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৪) বিলটি পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গই ভারতের প্রথম কোনো রাজ্য, যারা ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ ও শিশুদের যৌন নিপীড়নবিরোধী কেন্দ্রীয় আইনে সংশোধনীর উদ্যোগ নিয়েছে।সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিলটি পাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিলটি এখন অনুমোদনের জন্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে পাঠানো হবে। তিনি অনুমোদন দেওয়ার পর এটি ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করলে তা আইনে পরিণত হবে।আজ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে বিলটি উত্থাপন করেন। এরপর বিধানসভায় এ নিয়ে আলোচনা হয়। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন বিলটি অনুমোদন করতে রাজ্যপালকে আহ্বান করেন।মমতা বলেন, 'এ বিলের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় আইনে থাকা ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করেছি আমরা। ধর্ষণ হলো মানবতাবিরোধী এক অভিশাপ। এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে রাজ্য বিজেপি বিলটিকে স্বাগত জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তিনি সাতটি সংশোধনী এনেছেন। তিনিও চান এই বিল পাস হোক। আইনে পরিণত হোক। আলোচনার পর শুভেন্দু অধিকারী আর জি কর কাণ্ড নিয়ে বিচারের দাবিতে স্লোগান দেন।

আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গে ৭টি নতুন শাখা চালু করার ঘোষণা করলো

• ছাত্র ছাত্রীদের বাড়তে থাকা চাহিদা পূরণের জন্য আকাশ, উত্তর কলকাতা ডানলপ ও দক্ষিণ কলকাতা বেহালায় নতুন শিক্ষাকেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য স্থান আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, মালদা, ও কোচবিহারে পাঁচটি অতিরিক্ত শিক্ষাকেন্দ্র চালু করবে।

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : নিট ও জেইই-এর জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি পরিষেবায় জাতীয় স্তরে প্রসিদ্ধ আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এ ইএসএল) আজ পশ্চিমবঙ্গে ৭টি নতুন লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধনের ঘোষণা করলো। কলকাতায় দুটি সেন্টার উত্তর কলকাতা ডানলপ, এবং দক্ষিণ কলকাতা বেহালাতে খোলা হবে, এছড়াও রাজ্যের অন্যান্য পাঁচটি স্থান আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, মালদা ও কোচবিহারে নতুন সেন্টার চালু হবে। সমস্ত সেন্টার ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে চালু হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে আকাশ তাদের উপস্থিতি বাড়িয়ে আরও বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যেতে চায়। এতে আরও অনেক ছাত্র ছাত্রীরা আকাশ ইনস্টিটিউট এর উচ্চ-মানের কোচিং এর সুবিধা পেতে পারে। আকাশ ইনস্টিটিউট পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১২টি ক্লাসরুম সেন্টার আছে, যার মধ্যে কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, খড়গপুর ও শিলিগুড়ি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এ ইএসএল)-এর এমডি ও সিইও, মিঃ দীপক মেহরোত্রা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ৭টি নতুন লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এটি আমাদের নীতি অনুযায়ী ছোট শহরগুলির ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আকাশের মতো একটি ব্র্যান্ডের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা। আমি নিশ্চিত যে আমাদের অনন্য শিক্ষণ পদ্ধতি আরও বেশি শিক্ষার্থীদের নিটও জেইই-তে তাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সাহায্য করবে।"

আকাশের চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার মিঃ অনুপ আগরওয়াল যোগ করেন, "পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র ছাত্রীরা ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর নিট ও জেইই-তে শীর্ষ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এখন আরও অনেক শিক্ষার্থীরা আমাদের কোর্সের সুবিধা নিতে সক্ষম হবেন।"

আকাশের বিশেষত্ব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, চিফ একাডেমিক ও বিজনেস হেড মিঃ ধীরাজ মিশ্র বলেন, "আকাশে, আমরা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কোচিং প্রদান করি, যার মূল বৈশিষ্ট হলো শিক্ষণ পদ্ধতির গুণগত মান। আমরা সেই লক্ষেই তাদের কাছে পৌঁছে যেতে চাই।"

আকাশ মেডিকেল (নিট) ও ইঞ্জিনিয়ারিং (জেইই) প্রবেশিকা পরীক্ষার কোচিং প্রদানের পাশাপাশি এনটিএসই ও অলিম্পিয়াডের জন্যও ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইসলামপুরে গ্রেফতার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেতার ভাইঝিকে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। সোমবার অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানা এলাকায়। সম্প্রতি আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর থেকেই চর্চায় সিভিক ভলান্টিয়ারের ভূমিকা। এই ঘটনায় এক মাত্র গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিও পেশায় এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার। চিকিৎসক খুনের নৃশংসতার ছবি দেখে শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পূর্ব বর্ধমানের ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের 'দাদাগিরি'র ছবি প্রকাশ্যে আসে। রাতে ডিউটিতে থাকা এক মহিলা চিকিৎসককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। গত শনিবার ভোরে কলকাতার বিটি রোডে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেও এক সিভিক ভলান্টিয়ারের 'কীর্তি' সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল। অভিযোগ, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং প্রাক্তনীদের প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে ঢুকে পড়ে তিনি 'অভব্য' ব্যবহার করেন। বাইক নিয়ে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার পড়ুয়াদের ব্যারিকেডে ধাক্কা মারেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ,

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সন্দীপ ঘোষকে সপাটে চড় আদালত চত্বরে

বিক্ষোভকারীদের ভিড় সেখানে। সন্দীপকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময়ই এক বিক্ষোভকারী চড় মারেন সন্দীপকে।

গত ৯ অগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় এক জুনিয়র ডাক্তারের দেহ। 'তিলোত্তমা'-র নৃশংস পরিণতির প্রতিবাদে সরব হন সাধারণ মানুষ থেকে বিশিষ্টজনরা। ঘটনার পর হাসপাতালের সুপারকে সরানো হলেও পদে থেকে যান সন্দীপ। যা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ে। চারদিনের মাথায় পদত্যাগ করেন তিনি। সেদিনই তাঁকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়। কলকাতা হাইকোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। এরইমধ্যে আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সেই মামলাতেই সোমবার সন্দীপকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। গ্রেফতার করা হয়েছে আরও তিনজনকে।

২ পাতার পর

ইসলামপুরে গ্রেফতার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার

তিনি মত্ত ছিলেন। সেই সিভিক ভলান্টিয়ারকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই আবহেই প্রকাশ্যে এল ইসলামপুরের ঘটনা।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সিভিক ভলানিটয়ারের নাম নাজমুল।সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে দিন দশেক আগে। সোমবার ইসলামপুর থানায় নির্যাতিতার মা অভিযোগ দায়ের করেন। ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেনডুপ শেরপা বলেন, "সোমবার ইসলামপুর থানায় এক মহিলা অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা তোলা নেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে এবং তাঁর মেয়েকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। সেই অভিযোগে এক জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে মঙ্গলবার আদালতে হাজির করানো হবে এবং পুলিশ হেফাজতের চাওয়া হবে।"

২ পাতার পর

ব্রুনেই দারুসসালাম এবং সিঙ্গাপুর সফরের (০৩-০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪) প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বাণিজ্য মহলের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করবো। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব এই আলোচনার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হবে বলে আমি আশাবাদী। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন, ডিজিটাইলাইজেশন এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রগুলি আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে। আমাদের অ্যাক্ট ইস্ট নীতি এবং ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভিশনে দুটি দেশই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। আমার এই সফর ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে আশিয়ান অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলে আমি আশাবাদী।

ট্রাই-এর নির্দেশে স্প্যামিং-এর জন্য অ্যাক্সেস প্রদানকারী ৫০টি কালো তালিকায় রাখা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ট্রাই সম্প্রতি স্প্যাম কলে যথেষ্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে। ২০২৪-এর প্রথম ৬ মাস অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত নথিভুক্ত নয় এমন টেলি মার্কেটারদের বিরুদ্ধে ৭ লক্ষ ৯০ হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ট্রাই ২০২৪-এর ১৩ আগস্ট অ্যাক্সেস প্রদানকারীদের কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। এসআইপি, পিআরআই ব্যবহার করে টেলি মার্কেটিং করা এবং প্রচারের জন্য ভয়েস কলগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য অ্যাক্সেস প্রদানকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থা যদি তাদের কাজ যথাযথভাবে না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুবছরের জন্য কালো তালিকায় রাখা বা টেলিকম সম্পদগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। এই নির্দেশিকা পাওয়ার পর অ্যাক্সেস প্রদানকারী সংস্থাগুলি কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৫০টি সংস্থাকে স্প্যাম কলের জন্য কালো তালিকায় রাখা হয়েছে। এছাড়া ২ লক্ষ ৭৫ হাজার এসআইপিডিআইডি/ মোবাইল নাম্বারকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এরফলে স্প্যাম কল কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রাহকরাও খানিক স্বস্তি পাবেন। ট্রাই টেলিকম ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ বানাতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

রাশিয়ার আরও গভীরে আঘাত করতে চান জেলেনস্কি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাশিয়ার ভূখণ্ডের কিছু অংশ দখলের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার আরও গভীরে আঘাত হানতে পশ্চিমা দেশের ছাড়পত্র ও সহায়তা চাইছেন। নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় এই আহ্বান জানান ভলোদোমির জেলেনস্কি।

রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে ইউক্রেন নিজস্ব অধিকৃত এলাকায় রুশ সৈন্যদের চাপে ফেলার যে আশা করেছিল, এখনও পর্যন্ত সেই সুফল পাওয়া যায়নি। বরং রাশিয়া ইউক্রেনের ভূখণ্ডের আরও অংশ দখল করার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট সাফল্যের অভাবের জন্য পশ্চিমা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগের

এরপর ৪ পাতায়

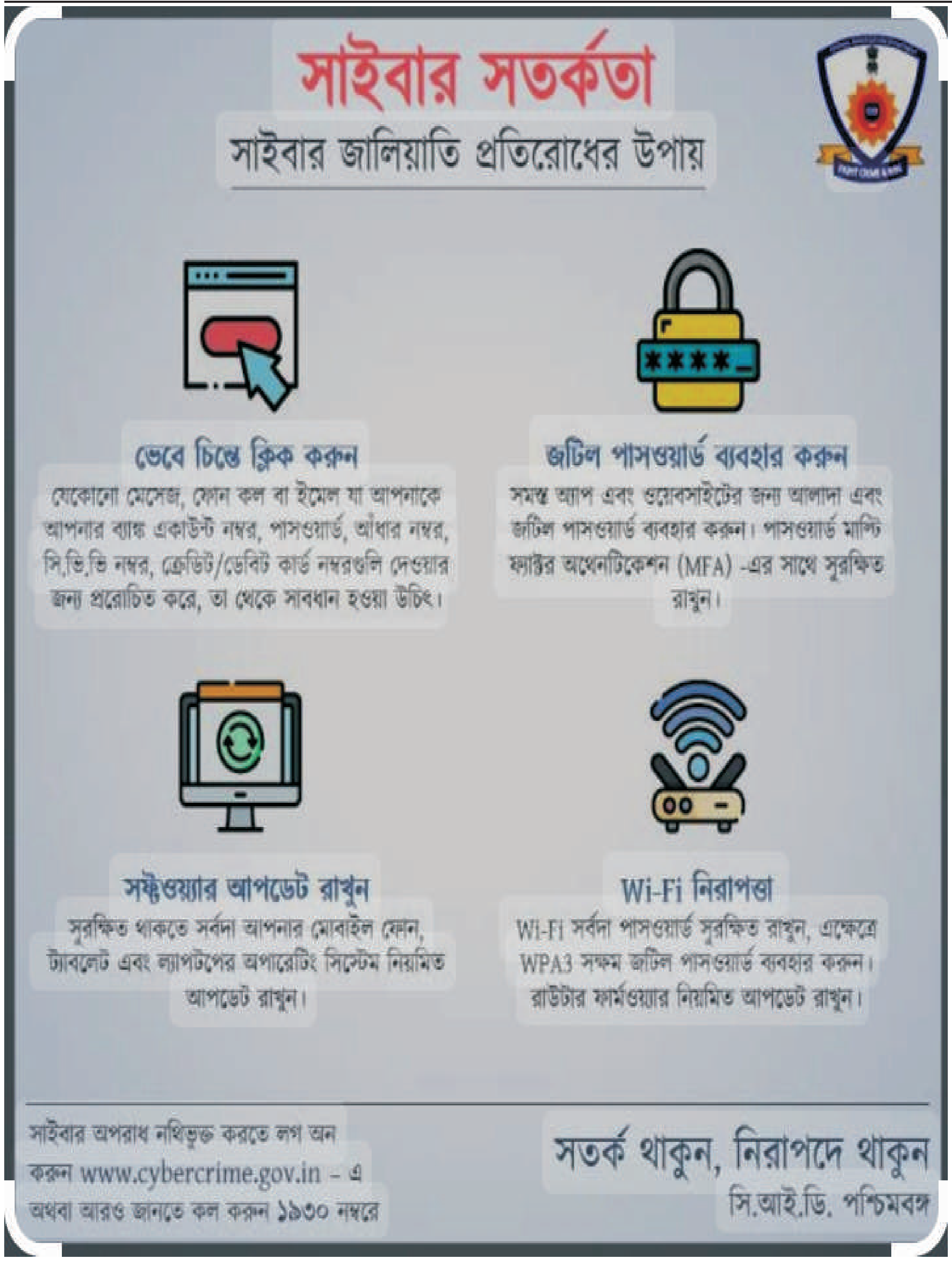

আর জি করে ধর্ষণ রাজ্য সরকারের ভূমিকা! প্রতিবাদী জনতার গর্জন

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : আরজি কর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের অন্যতম সরকারি হাসপাতাল। এই হাসপাতাল আধুনিক ভারতের একটি প্রিমিয়ার হাসপাতাল নয় বরং একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতের অন্যতম এই হাসপাতালে পোস্ট গ্রেজুয়েশনের ছাত্রী তথা আরজিকর হাসপাতালে তরুনী চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে গর্জে উঠেছে সমগ্র দেশ।

সম্প্রতি আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে নীল রংয়ের ম্যাট্রেসের ওপর ঘুমোচ্ছিলেন ওই মহিলা চিকিৎসক এমনি ধোঁয়াসা তথ্য উঠে এসেছিল। তাঁর শরীরে কোন উত্তাপ ছিলনা। ম্যাট্রেসে রক্তের দাগ। তরুনী চিকিৎসকের পোশাক ছিল অবিন্যস্ত। দেহের নিচের অংশে পোশাক ছিলনা। এই দৃশ্য দেখে তাঁর সতীর্থ চিকিৎসক চিৎকার করে হলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। অন্য চিকিৎসকরাও ছুটে আসেন। আসে টালা থানার পুলিশও। ওই মহিলা চিকিৎসকের পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, তাঁকে খুন করা হয়েছে। আর জি কর হাসপাতালের সহ চিকিৎসকরা অভিযোগ তোলেন, ওই মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে বৃহস্পতিবার ভোর তিনটে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে শ্বাসরোধ করে চিকিৎসককে খুন করা হয়।

এত জোরে গলায় চাপ দেওয়া হয় যে, গলার হাড়ও ভেঙে যায়। খুনের আগে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়, এমন ইঙ্গিতও চিকিৎসকরা দিয়েছেন। দু'চোখ ও মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। বাঁ গোড়ালি, পেট, গলা, ডান হাত, ঠোঁট, মুখে ১০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। যে ম্যাট্রেসের উপর তাঁকে শায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়, সেখানে চুলের চিহ্ন মিলেছে। যৌনাঙ্গে ক্ষতের চিহ্ন। ওই অংশ থেকে ক্রমাগত রক্তপাত হয়েছে। শরীরের ওই অংশের পাশে পড়ে রয়েছে চুলের ক্লিপ। ম্যাট্রেসের পাশে পড়ে তরুণীর ভাঙা চশমা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানান, তরুণীর ঠোঁট, মুখ, গালে আঘাতের চিহ্ন আছে। চাদরে রক্তের চিহ্নও মিলেছে। পুলিশের ধারণা, এই ঘটনার পিছনে থাকা অভিযুক্ত তরুণীর অত্যন্ত পরিচিত।

এই ঘটনার পর কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তরুণী মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের চূড়ান্ত শাস্তির দাবিতে পথে নেবেন সর্বস্তরের মহিলারা। চিকিৎসকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় রাজ্য রাজনীতি। বিজেপি, এপিডিআর, এআইডিএসও থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেই নির্যাতিতার বিচারের জন্য সরব হন। বিক্ষোভকারীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেন। চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদে হাসপাতালের রেসিডেনট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন কর্ম বিরতীর ডাক দিয়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সঞ্জয় রায় নামে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে পুলিশ আটক করেছেন। এই ঘটনার বিচারের দাবিতে গর্জে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। ১৪ই আগস্ট এর মধ্যরাতে "উই ওয়ান্ট জাস্টিস" এই দাবিতে পথে নেমেছিলেন হাজার হাজার মহিলা। আন্দোলনকারী মহিলাদের দাবি ঘটনার সাথে যুক্ত প্রকৃত দোষীর শাস্তি চাই। মহিলাদের এই দাবিকে সমর্থন করে রাজ্য রাজনীতির উর্ধ্বে গিয়ে সকল স্তরের পুরুষ এবং মহিলারা তিলোত্তমার বিচারের জন্য সর্বত্র বিক্ষোভ শুরু করেন। তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ দেশ জুড়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা, ক্লাব, রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র চলছে তিলোত্তমার বিচারের জন্য আন্দোলন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এমনকি সম্প্রতি তিলোত্তমার বিচার এবং মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে নবান্ন অভিযান করেন ছাত্র যুব থেকে শুরু করে বেশ কিছু সাধারণ মানুষ। তিলোত্তমার বিচারের জন্য নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে কল্লোলিনী তিলোত্তমায় ধুন্ধুমার কান্ড ঘটে। একের পর এক পুলিশের ব্যারিকেট ভেঙে বিক্ষোভকারীরা নবান্নের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ বাঁধা দিলে পুলিশের সাথে বিক্ষভকারীদের খন্ড যুদ্ধ বাঁধে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান ছুঁরতে হয়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বিক্ষোভকারী থেকে শুরু করে অনেক পুলিশ কর্মীও আহত হন।

তিলোত্তমার প্রকৃত বিচারের জন্য তদন্তের ভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই এর হাতে। তারা তদন্তের জন্য আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য একাধিকবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই এর দপ্তরে ডেকে পাঠান। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে আটক সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল। সিবিআই এর দাবি ধৃত সঞ্জয় রায় এবং সঞ্জীব ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। এমনকি সম্প্রতি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কয়েকজনের বাড়িতে সিবিআই এর তরফে তল্লাশি চালানো হয়।আর জি কর হাসপাতালে তরুনী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় স্বত: প্রণোদিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরজিকর কাণ্ডের তদন্ত নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতা পুলিশের ওপর আস্থা রাখেনি। দেশের শীর্ষ আদালতও রাজ্যের প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখেনি। দেশের শীর্ষ আদালত তরুনী চিকিৎসকের হত্যাকে কেন আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হল সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এছাড়াও শীর্ষ আদালত আরো কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন যেমন কেন দেরিতে এফ আই আর দায়ের করা হলো, বহিরাগতরা হাসপাতালে ঢুকে গিয়ে কি করে তান্ডব চালালো, পুলিশ কেন পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হল এইসব নানা প্রশ্নে রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে।

শুধুমাত্র কলকাতা নয় গোটা দেশে চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তার ঢিলেমি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। এই বিষয় দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর জানিয়েছেন " কলকাতার হাসপাতালে খুনের এই ঘটনার জেরেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা আমরা গ্রহণ করিনি। দেশের সর্বত্র চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় যে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে এক্ষেত্রে সেই নিয়ে উদ্বেগের জায়গা রয়েছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসকদের নিরাপত্তার অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন আমরা। এই ব্যাপারে দেশ জুড়ে ঐক্য মত্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সর্বভারতীয় স্তরে শর্তাবলী থাকা প্রয়োজন। মেয়েরা যদি কাজের জায়গায় নিরাপদ অনুভব না করেন এর অর্থ সমান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। নিরাপত্তা সংক্রান্ত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য এমনই কিছু করা প্রয়োজন"। ভারতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানালো ল্যানসেটও। বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষ স্থানীয় সাময়িক পত্র দ্য ল্যানসেট কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে সামনে নিয়ে এলো। অবশেষে সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয় আর জি কর এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সন্দীপ ঘোষকে। সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আরজিকর এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতারের আগে ষোলো দিন ধরে জেরা করেছিল সিবিআই। তারপর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন সর্বত্র। সন্দীপ ঘোষের গ্রেপ্তারের পর আন্দোলনকারীরা মনে করছেন এটা তাদের নৈতিক জয়। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর লালবাজারে সামনে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা উল্লাস শুরু করেন। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তারের পরেও তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে গায়ক অরিজিৎ সিং কুণাল ঘোষের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খায়নি!

৯ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালে তিলোত্তমার ধর্ষণ এবং খুন! ওই চেস্ট ডিপার্টমেন্ট ৭ - ৮ তারিখে কারা ছিল সিনিয়ার - জুনিয়র ডাক্তার? কেন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না? তাঁরা বা কেন চুপ ? যেখানে সাধারণ জনতা পায়ে হেঁটে মিছিলে সামিল ঘন্টার পর ঘন্টা- সেখানে আর জি কর চেস্ট ডিপার্টমেন্ট চুপ কেন?..... এটা এমনটা নয় তো ঠাকুর ঘরে কে আমি তো কলা খায় নি ?....দুর্ঘটনার সময় তিলোত্তমার সহপাঠীরা চারজন বন্ধু কোথায় ছিল? তাঁরা চুপ কেন ? বিচার চায় যেখানে সাধারণ জনগণ সেখানে আর জি কর চেস্ট ডিপার্টমেন্টর ডাক্তারা চুপ কেন?... অন্য হাসপাতালের সিনিয়র জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি আন্দোলন প্রতিবাদ আমরা দেখেছি কিন্তু আর জি কর হাসপাতালে চেস্ট ডিপার্টমেন্ট কেন চুপ? প্রশ্ন থাকছে আরও ধোঁয়াশা সেমিনার রুমে দরজা নেই দরজা খোলা সেমিনার রুমে তিলোত্তমার ধর্ষণ এবং খুন তাও আধা ঘন্টার মধ্যে সত্যি কি সম্ভব ছিল ? নাকি ঘটনায় নেপথ্যে রয়েছে অনেক ধোঁয়াশা? আওয়াজ নাকি শোনা যায় না! সেই রাতের সেমিনার রুম কি অন্ধকার ছিল? কেন প্রমাণ লোপাটে ব্যাস্ত ছিল তিলোত্তমার বডি তড়িঘড়ি সৎকার? সেমিনার রুমের পাশের রুম অর্থাৎ ডাক্তার রুম কেন ভেঙে ফেলা হল? ত্রিশ দিনের সময় লাগে যেখানে টেন্ডার পেতে সেখানে ঘটনার পরদিনই পাশের রুম ভেঙে ফেলা হল কেন?আর জি কর হাসপাতালের সুপার সন্দীপ ঘোষের বদলি পরদিন স্বাস্থ্য দফতরের নতুন পদ আবার বহিস্কার নিয়ে রয়েছে একাধিক প্রশ্ন! কলকাতা শহর আর জি কর হাসপাতালে মধ্যে স্বয়ং কর্মস্থলে এই ঘটনায় ভাবিয়ে তুলছে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরা অন্য তিলোত্তমাদের। তাই সাধারণ মহিলাদের নিরাপত্তা কোথায় প্রশ্ন উঠছে বারবার। ন্যায় বিচারের দাবিতে নিন্দার ঝড়ে গণতন্ত্রের আওয়াজে অঙ্গীকার দিকে দিকে ঘরের মেয়েরাও প্রতিবাদে রাস্তায় আজ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৪২ সংখ্যা ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার ১৮ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট । 'গোপন' তথ্যের ভিত্তিতে নবান্ন অভিযানের আগের রাতে ছাত্রসমাজের ৪ প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করেছিল গোলাবাড়ি থানার পুলিশ । এই নিয়ে মামলাও হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। চার ছাত্র নিখোঁজ হওয়ায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।সেই তথ্যের ভিত্তিত্র গত ২৭ অগাস্ট রাত ১২:০৫ নাগাদ গ্রেফতার করা হয় ওই চার যুবককে । সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা উঠলে বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের প্রশ্ন, "কীসের ভিত্তিতে ওদের গ্রেফতার করল পুলিশ? আর যদি গ্রেফতার করেইছে তাহলে কীসের ভিত্তিতেই বা ছেড়ে দিল?' 'যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে তো পুলিশ যাকে যখন খুশি গ্রেফতার করবে আর ২৪ ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেবে!" হাইকোর্টের প্রশ্ন, 'খুনের চেষ্টার ষড়যন্ত্রেই গ্রেফতার হলে ২৪ ঘন্টায় ছেড়ে দেওয়া হল কেন? এত জঘন্যতম অপরাধের ভিত্তিতে এমন পদক্ষেপ কেন পুলিশের?' "আইন রক্ষার দায়িত্বে পুলিশ আছে মানেই তারা বেআইনি কাজ করবে এমন হতে পারে না" । এরপরই এই নিয়ে কেস ডায়েরি সহ যাবতীয় নথি তলব করেছিলেন বিচারপতি ।যদিও পুলিশ জানায় অভিযোগ ছিল, হাওড়া স্টেশনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি, গোলমাল করার চেষ্টা চলছে এবং খুনের চেষ্টার ছক করা হচ্ছিল । তাই গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ওই চারজনকে গ্রেফতার করা হয় । তবে পরদিনই তাদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। পুলিশের এহেন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ।গতকালই এই মামলায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মত মঙ্গলবার রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য সরকার । এদিন মামলাকারী শুভজিৎ ঘোষ, পুলকেশ পণ্ডিত, গৌতম সেনাপতি এবং প্রীতম সরকারের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, বিধি মেনে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। আইনজীবীর বক্তব্য, "ওই চারজনকে কোনও আইন বিধি না মেনে গ্রেফতার করা হয় । আবার ছেড়েও দেয় পুলিশ ।"

বিচারপতি নির্দেশ, গ্রেফতারি বিধি মেনে হয়েছিল কি না, তা হলফনামা দিয়ে তথ্য প্রমাণ সহ আদালতে জমা দিতে হবে রাজ্যকে । আগামী সাতদিনের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা ও তার পাল্টা বক্তব্য জানানোর জন্য এদিন নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। প্রাচীনতমটি পঞ্চরত্ন দেবী দূর্গার--যা সংস্কারের ফলে মূল চেহেরা হারিয়েছে। মন্দিরের প্রাচীন গঠনশৈলী বৌদ্ধ মন্দিরের মত। দশম শতকে এখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল--পরবর্তীতে কিভাবে সেন আমলে হিন্দু মন্দির হয়েছিল--তা ইতিহাসে লিখা নাই। ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হত। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয় যে, সেন রাজবংশের রাজা

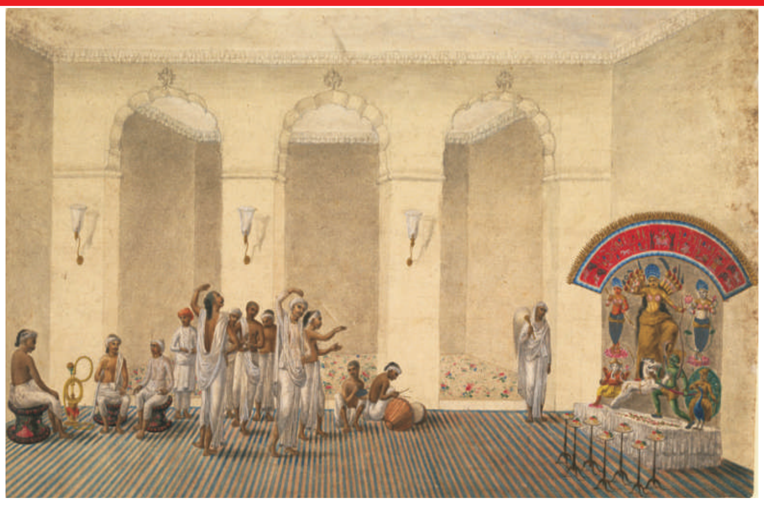

বল্লাল সেন ১২শ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সেই সময়কার নির্মাণ শৈলীর সাথে এর স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায় না বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। তবে বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরের গঠন ও স্থাপনার নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ইতিহাসবিদ দানীর মতে, প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে রমনায় কালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেও কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজা হত। সে কারনে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই তো মানুষের জীবন। ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর সব প্রান্তের মানুষই প্রকৃতি নির্ভর ।তাই বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রতি পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে। গ্রীষ্মের দহন জ্বালায় যখন মানুষ জর্জরিত, প্রকৃতি দেবী নিয়ে আসেন তখন বর্ষা ঋতুকে। বর্ষণসিক্ত ধরিত্রী মিষ্টি সূর্যালোকের স্পর্শে যখন গাছে গাছে ফুলের সম্ভারে ভরিয়ে দেন, স্বচ্ছ নীল আকাশে তখন ভেসে আসতে থাকে সাদা মেঘরাশি, শরতের আগমন। শিউলি ফুলের প্রাণ মাতানো গন্ধে, বাংলাদেশের মাঠেঘাটে ফুটে থাকা কাশফুলের হিল্লোলে মন মাতোয়ারা হয়। ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় সামাজিক উৎসব দুর্গাপুজো পালিত হয়। বহু অর্থের লেনদেন হয় এই একটি উপলক্ষ্যে। বহু মানুষের সারা বছরের খোরাক উঠে আসে এই সুবাদে। কুমোরটুলিতে যাঁরা প্রতিমা গড়েন, যাঁরা মণ্ডপ গড়েন, যাঁরা মূর্তির সাজপোশাক তৈরি করেন, যাঁরা আলোকসজ্জার কাজ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

রাশিয়ার আরও গভীরে আঘাত করতে চান জেলেনস্কি

ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধকে আংশিকভাবে দায়ী করেছেন। সোমবার জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়ার গভীরে আঘাত হানার ক্ষেত্রে সেই বাধা আরও শিথিল করা হবে বলে আশা করছেন তিনি। জেলেনস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে আরও দূরপাল্লার অস্ত্র পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন। নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডি স্কোফের সঙ্গে ইউক্রেনের দক্ষিণ পূর্বে জাপোরিজিয়া শহরে সাক্ষাতের পর জেলেনস্কি বলেন, আজকের দিনে শুধু এমন অনুমতিই যথেষ্ট নয়। সহযোগী দেশগুলিকে সেইসঙ্গে এমন দূরপাল্লার অস্ত্রও সরবরাহ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ রেখার এত কাছে কোনো পশ্চিমা সরকার প্রধানের সফর বিরল ঘটনা। উল্লেখ্য, সেই এলাকায় পরমাণু কেন্দ্র রাশিয়ার দখলে রয়েছে। স্কোফ ইউক্রেনকে আরও সামরিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। জেলেনস্কি বলেন, তিনি নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার ক্ষমতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ন্যায্য শান্তি আনার লক্ষ্যে সেটা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। রাশিয়ার হামলা মোকাবিলা করতে এয়ার-ডিফেন্স আরো মজবুত করার পাশাপাশি নতুন প্যাট্রিয়ট সিস্টেমও প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। রাশিয়ার উপর আরও কড়া নিষেধাজ্ঞা চাপানোর উপরেও জোর দিয়েছেন জেলেনস্কি।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মঙ্গলকাব্য হল খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় রচিত মনসা ও অন্যান্য স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক গাথাকাব্য। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয় কাব্যে মনসার জন্ম ও অন্যান্য উপাখ্যানগুলি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

মনসাবিজয় কাব্য থেকে জানা যায়, বাসুকীর মা একটি ছোটো মেয়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। শিবের বীর্য এই মূর্তি স্পর্শ করলে মনসার জন্ম হয়। বাসুকী তাঁকে নিজ ভগিনীরূপে গ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রবিবার 'রাত দখলের পর' সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযান

মিঠুন রায় : নিউজ সারাদিন : আগামীকাল ৫ সেপ্টেম্বর, জাতীয় শিক্ষক দিবস। ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। তিনি শুধুমাত্র একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না, ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী ।ছাত্রদরদী শিক্ষক। ড.রাধাকৃষ্ণনের মতে, 'শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম সংযমের বিকাশ সাধন করা।

অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের বিকাশে সহায়তা করা।'

সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই হল শিক্ষা।

শিক্ষাই একমাত্র উন্নত ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব। যদি বলা হয়,শিক্ষা এক ধরনের মাধ্যম ,যার দ্বারা সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু পরিবর্তন নয়-প্রয়োজনও সাধিত হয়। পুঁথিগত শিক্ষা শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয় , বলতে গেলে জীবনকে বিকশিত করার অন্যতম যোগানও। অথচ , প্রকৃত শিক্ষা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখায় না। শিক্ষার প্রকৃত সত্য হল- আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। ' অর্থাৎ আত্ম বা নিজের মোক্ষ লাভের জন্য এবং জগতের মঙ্গলের জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন - ' Education is the manifestation of the perfection already in man . ' অর্থাৎ , মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ হল শিক্ষা। মানুষের মস্তিষ্ক ও মন থেকে অন্ধকার মুছে ফেলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ঐতিহ্য হল- পারস্পরিক মেলবন্ধন। শিক্ষার মাধ্যমেই ভাব বিনিময় হয় । কবিগুরুর বাণীর স্বার্থকতা এখানেই। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে তাদেরকে জনশক্তি হিসেবে কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করা। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও

ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল প্রকৃত মানুষ তৈরি করা। প্রকৃত মানুষ মানে যার মান ও হুঁশ আছে। যিনি অন্যকে সম্মান দেন তিনিই প্রকৃত মানুষ।

প্রাথমিকভাবে শিশুরা মায়ের নিকটই প্রথম মূল্যবোধের শিক্ষা পায় ।তাই বলে ইঁদুর দৌড়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা কেন রোবটে পরিণত হচ্ছে? এই বিষয়ে আমাদের ভাববার সময় এসেছে। শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনেও মায়েদের ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকরা প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর। আমাদের দেশে শিক্ষকদের গুরুর স্থান দেওয়া হয়েছে। সদ্‌গুরুই আমাদের জীবনের পথ প্রশস্ত করেন। একজন ভালো গুরুর অভাবে জীবন লক্ষ্যচ্যুত হয়। সঠিক শিক্ষা লাভের উপরই ব্যক্তির সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষক মানেই শিক্ষার্থীদের জীবনে পথপ্রদর্শক। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হল শিক্ষককে জীবন্ত উপাদান নিয়ে কাজ করতে হয়। শিক্ষকদের মর্যদা প্রদানের জন্যই শিক্ষক দিবসে শিক্ষক সম্মাননা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একজন আদর্শ শিক্ষকই পারেন শিক্ষার কাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে। কালক্রমে,শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। অনলাইন শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষা পর্যায়ের অঙ্গ। শিক্ষকের 'সুমধুর ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীদের মনে চিন্তায় বিগ্রহ স্থাপন করে। যদি বলা হয় স্বার্থক শিক্ষক হবেন শিশুদের মনোরঞ্জনের অধিকারী- তা মিথ্যা নয়। একথা অকপটে স্বীকার করা যায় যে,বর্তমান সময়ে আমাদের সন্তান সম ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তোতাপাখির মতন। শুধু মুখস্থবিদ্যা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। দক্ষতার বিকাশ বা মেধার স্ফুরন ঘটুক- এ বিষয়ে খুব একটা ঝোঁক নেই। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বিশদ নির্দেশাবলী রয়েছে ভারতের নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ এ। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী ,তিন বছর পূর্ণ হলে শিশুদের প্লে স্কুলে ভর্তি করানো হবে। অর্থাৎ ,শুরুর তিন বছরের বাচ্চারা নিয়মিত স্কুলে আসবে খেলাধূলা করবে ।ঐ সময় শিশুদের শিক্ষা হবে,খেলার ছলে। পূর্বতন যশপাল কমিটির সুপারিশও ছিল সেরকম। শিশুদের খেলার ছলে , গান গেয়ে , কবিতা বলে , ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে। অর্থাৎ কিন্ডার গার্ডেন শিক্ষা পদ্ধতি। পরবর্তী স্তর কেজি - ওয়ান ও কেজি - টু। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলে শিক্ষার্থী পরীক্ষা ছাড়াই পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে। নয়া শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। তৃতীয় - পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সবকয়টি বিষয়ে বাৎসরিক পাশ করলেই পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে। পরিবর্তন এসেছে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে।

সবচেয়ে বড়ো বিষয় হল,নতুন শিক্ষানীতিতে জোর দেওয়া হচ্ছে ভারতীয় কৃষ্টি- সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর। নিজের দেশকে জানার সুযোগ রয়েছে। সরলীকরণ এসেছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। পদ্ধতিগতভাবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। যেমন- শুধু টেট পাশ করলেই সরকারি চাকুরি নয়।টেট পাশ করার পর উত্তীর্ণদের আলাদা করে মৌখিক ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। ইন্টারভিউতে শিক্ষকতার জন্য আবেদনকারী প্রার্থীকে ডেমোস্ট্রেশনের মাধ্যমে ইন্টারভিউ বোর্ডের পছন্দের টপিকের উপর ক্লাস নিতে হবে। তা থেকেই প্রার্থীর মেরিট যাচাই করা হবে। ফলস্বরূপ প্রকৃত মেধাবীরাই শিক্ষকতার পেশায় আসার সুযোগ পাবে।

পরিশেষে বলা হয়,ড.রাধাকৃষ্ণনের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে শিক্ষক রা আজ ভালো নেই। শিক্ষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এখনো সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সমাজে শিক্ষকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, শিক্ষক হবেন আদর্শ এবং গুণমান সম্পন্ন। শিক্ষকের ভূমিকা হল সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের চাহিদাকে পূরণ করবে।

মহান শিক্ষক দিবসে সমস্ত শিক্ষক মন্ডলীর চরণে আমার বিনম্র প্রণাম।

সিনেমার খবর

ধর্ষণ রুখে দেয়ার উপায় জানালেন শাবানা আজমি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উত্তপ্ত গোটা ভারত। প্রতিবাদ শুধু রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সারা দেশ জুড়ে গিয়েছে এই প্রতিবাদের সঙ্গে। পিছিয়ে নেই বলিউড তারকারা। হিন্দি সিনেমা জগতের তাবড় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট্ট, কারিনা কাপূর খান, সামান্থা রুখ প্রভুরা সরব হয়েছিলেন ৩১ বছরের এই তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে। কলকাতার এই ঘটনা শুনে বার বার অবাক হয়েছেন অভিনেত্রীর শাবানা আজমি।

পুনেতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শাবানা। সেখানেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। তার কথায়, 'এ ধরনের ঘটনা ভয়ংকর। আমি বিরক্ত এটা দেখে, এখনও এই ঘটনা ঘটে চলেছে সমাজে। ২০১২ সালে নির্ভয়াকাণ্ডের পর জাস্টিস বর্মা কমিটির রায়ের পরও এগুলো ঘটছে ভেবেই বিরক্ত।'

এই অস্থির সময় কীভাবে মুক্তি পাবে ধর্ষণ থেকে, সেই প্রসঙ্গে শাবানা বলেন, 'প্রথমত নারীদের পণ্য রূপে ব্যবহার করাটা বন্ধ করতে হবে। এবং আমাদের মজ্জাগত যে পুরুষতন্ত্র রয়েছে তাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে হবে।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় বরাবরই সক্রিয় শাবানা। সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন। এজন্য রক্ষণশীলদের চক্ষুশূলও হন অভিনেত্রী। তবে সেসব পাত্তা না দিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন। এবার ধর্ষণের বিরুদ্ধেও নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন অভিনেত্রী। এই ঘটনার পর সরব হয়েছেন বিজেপির সাংসদ ও অভিনেত্রী হেমা মালিনীও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উল্লেখ করে হেমা বলেন, বাংলায় যা হচ্ছে, ভাল হচ্ছে না। বিজেপি কর্মীরাই তো শুধু প্রতিবাদ করেছেন। নারীদের উপর যে হিংসার ঘটনা ঘটছে তার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। আমি মমতাজিকে অনুরোধ করব, যেটা সঠিক, সেটা করুন। আর দেরি করবেন না। গোটা দেশ অপেক্ষা করছে। দোষীর দ্রুত সাজা হওয়া উচিত।

কাজের মাঝে অনুভূতি ও পরিবারকে আসতে দেননি প্রিয়াঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বহু মানুষের অনুপ্রেরণা বলিউড ও হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তিনি জীবনে কাজকে কতটা গুরুত্ব দেন, তা বার বার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন।

স্বামী ও একমাত্র কন্যা নিয়ে সুখের সংসার এ অভিনেত্রীর। কাজের চাপের কারণে সেই ভাবে পরিবারকে সময় দিতে না পারলেও, তেমন আক্ষেপ নেই প্রিয়াঙ্কার। তার কারণ তিনি যে কাজটা ভালোবাসেন সেটাই করেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'প্রত্যেকের মতো আমারও খারাপ দিন আসে জীবনে। কিন্তু আমি নিজেকে মনে করাই, আমার যা আছে সেগুলো অর্জন করা সত্যিই বড় ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজ নিয়ে আক্ষেপ করা বন্ধ করে দিই। আমি আমার অনুভূতিগুলো একেবারে সরিয়ে রাখি। বাড়ি ফেরার পরে নিজের অনুভূতির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি।'

নারীকেন্দ্রিক ছবিতে বেশি করে কাজ করতে চান প্রিয়ঙ্কা। তিনি মনে করেন, এই ধরনের ছবিতে কাজ করলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা বেশি করে সরব হতে পারবেন। প্রিয়াঙ্কার কাজের প্রতি মনোযোগ বহু মহিলাকেও অনুপ্রেরণা জোগায়। অভিনেত্রী জানান, ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে ওঠেন তিনি। এরপর টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। বাকি সময়টা পরিবারের সঙ্গে কাটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কখনোই কাজের মাঝে অনুভূতি ও পরিবারকে আসতে দেইনি বলে জানান তিনি।

২০১৮ সালে ১ ডিসেম্বর আমেরিকার পপ তারকা নিক জোনাসের সঙ্গে বিয়ে সারেন প্রিয়াঙ্কা। ২০২২-এর জানুয়ারিতে তাদের জীবনে আসে একমাত্র কন্যাসন্তান, মালতী মেরি।

'চার-পাঁচ বছর পাগল প্রায় ছিলাম'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি। বলিউডের অন্যতম আইটেম ড্যান্সার হিসেবেও পরিচিতি তার। কখনও কাজ আবার কখনও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় চলে আসেন তিনি।

তবে গত কয়েক বছর ধরে নিজের কাজ নিয়ে বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল নোরার। কাজের চাপে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। সেই অভিজ্ঞতাই সম্প্রতি ভারতের একটি গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে জানালেন তিনি।

নোরা ফাতেহির কাছে তখন জানতে চাওয়া হয়, যদি তার জীবনের ওপর কোনো ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়, তাহলে কোন সময়টি তুলে ধরা কঠিন হবে। সে উত্তরে নোরা বলেন, 'সম্ভবত গত চার-পাঁচ বছরের সময়টি। কারণ, এ সময় আমার সঙ্গে অনেক কিছুই ঘটেছে, যারা অনেকেই জানেন না। খুবই বিশৃঙ্খল সময় ছিল এটা, বলা যায় চার-পাঁচ বছর পাগলপ্রায় ছিলাম। সময়টি নিয়ে কথা বলা আমার জন্যে কঠিন। যদি কখনও ডকুমেন্টারি করার সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখব।'

সে সময়ের বর্ণনা দিয়ে সাক্ষাৎকারে নোরা বলেন, 'সময়টা আমার কাছে রোলার কোস্টারে রাইড করার মত ছিল। সে সময় শ্যুটিং সেট আমার কাছে একেবারেই নতুন। যখন আমার প্রথম ছবির দৃশ্যে পরিচালক 'কাট' বলেছিলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্র থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম। তখন পরিচালক বলেছিলেন, যখন আমরা কাট বলি, তখন আপনাকে চার-পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে, তারপর চরিত্র থেকে বের হতে হবে। আমি আগে এসব জানতাম না। তবে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তখন শ্যুটিং সেট থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম।'

মরোক্কান বংশোদ্ভুত নোরা ফাতেহির জন্ম ও বেড়ে ওঠা কানাডায়। তার ক্যারিয়ারের জন্য অন্য দেশে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তার পরিবারের পক্ষেও কঠিন ছিল।

নোরার সাফল্য নিয়ে তার পরিবারে কী মনে করে তা নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে, যখন আমি এই যাত্রা শুরু করি, তখন সবাই মনে করেছিল আমি পাগল। কেউ আমাকে সমর্থন করেনি। যদিও এ নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে, যেখানে কোনো বন্ধু, পরিবার, যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই, সে জায়গাটি কতটা অদ্ভুত হতে পারে তা বুঝেছি।

আমি একমাত্র যে সীমা ছাড়িয়ে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এটি ভাবারও বিষয় না। তাই আমার পরিবার এ নিয়ে আমাকে কিছু বলেন নি, বরং সমর্থন করেছেন এবং গর্বিতও। আমরা যখন দুবাই, মরোক্কো বা কানাডায় যাই, তখন ভক্তদের দেখে তারা অভিভূত হয়ে পড়েন'- যোগ করেন নোরা ফাতেহি।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে বলিউডে প্রবেশ করেন নোরা ফাতেহি। এক দশকের ক্যারিয়ারে তিনি নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ২০১৫ সালে 'রোত্তে হুয়ে আদমি' সিনেমায়। এরপর ২০১৮ সালে দিলবার গানে নেচে বেশ জনপ্রিয়তা পান তিনি।

যে দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল তামান্নার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন প্রেম বা বিচ্ছেদ নানা কারণেই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসেন একাধিক তারকা। তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্তদেরও আগ্রহের কমতি থাকে না। বিশেষ করে প্রেম, বিচ্ছেদ নিয়ে হরহামেশাই আলোচনা চলে সংবাদমাধ্যমে। দক্ষিণী সিনেমার অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া তাদেরই একজন। একাধিক সুপারহিট ছবি রয়েছে তামান্নার ঝুলিতে। বহু তারকার সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। শুধু দর্শকই নয়, এই নায়িকাতে মুগ্ধ ছিলেন ক্রিকেটাররাও। জিকিউ-এর রিপোর্ট অনুসারে, তামান্নার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১২০ কোটি টাকা। একটি ছবির জন্য ৪-৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন। কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য নেন ৭-৮ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই বিলাসবহুল জীবনযাপন এই নায়িকার। তবে পেশাগত জীবনের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনের জন্য একাধিকবার সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন এই অভিনেত্রী। শোনা যায়, বর্তমানে অভিনেতা বিজয় ভার্মার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন তিনি। তবে বিজয়ের আগে দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল তামান্না ভাটিয়ার। যাদের একজন ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও পাকিস্তানি অলরাউন্ডার আব্দুল রাজ্জাক। যদিও কোহলির সঙ্গে সম্পর্কটা গুঞ্জন হিসেবেই থেকেছেন। শোনা যায়, এক বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে কোহলির প্রেমে পড়েন তামান্না। যদিও সেই সম্পর্ক বহুদূর আগায়নি। তবে রাজ্জাকের সঙ্গে দীর্ঘদিন প্রেম করেছেন অভিনেত্রী। তবে একটা সময়ে ভেঙে যায় তাদের সেই সম্পর্ক। এরপরই অভিনেত্রীর জীবনে আসে বিজয় ভার্মা। এদিকে বিজয় ভার্মার মোট সম্পদ তামান্না ভাটিয়ার থেকে ৭ গুণ কম। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালে বিজয় ভার্মার মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৭ কোটি টাকা এবং তামান্নার মোট সম্পত্তি ১২০ কোটি টাকা।

অবসর নিলেন

গতিময় ক্যারিবিয়ান পেসার গ্যাব্রিয়েল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরির কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই খেলার বাইরে শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। ৩৬ পেরুনো ডানহাতি পেসার আগে একাধিকবার ঘুরে দাঁড়ালেও এবার আর হাল ছেড়ে দিলেন, লম্বা করলেন না ক্যারিয়ার। সব ধরণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় বলে দিলেন তিনি।

বুধবার ইন্সটাগ্রামে ইতি টানার কথা জানান স্মরণীয় অনেক স্পেলের নায়ক গ্যাব্রিয়েল, 'আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে গত ১২ বছর ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভালোবাসার খেলাটা খেলেছি, সর্বোচ্চ পর্যায়ে আনতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছি। কিন্তু সব ভালো জিনিসই একটা সময় গিয়ে থেমে যায়। আজ আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমার অবসর ঘোষণা করছি।;

২৫টি ওয়ানডে আর দুটি টি-টোয়েন্টি খেললেও গ্যাব্রিয়েল মূলত ছিলেন টেস্টের বোলার। লাল বলে ৫৯ ম্যাচ খেলেছেন তিনি, নিয়েছেন ১৬৬ উইকেট। বাকি দুই ফরম্যাটে আছে আরও ৩৬ উইকেট। পরিসংখ্যান দিয়ে অবশ্য গ্যাব্রিয়েল প্রভাব বোঝানো যাবে না। একদম নিষ্প্রাণ উইকেটেও এই পেসার তুলতে পারতেন গতির ঝড়। ব্যাটারদের কাঁপুনি ধরানো স্পেলে বদলে দিতে পারতেন ম্যাচের চিত্রপট।

২০১৭ সালে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে উঠে আসেন তিনি। তার হাত ধরে সেসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ পায় অনেকগুলো জয়।

২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেন্ট লুসিয়ায় প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে নেন ৮ উইকেট। ম্যাচে ১২১ রানে ১৩ উইকেট তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং। ২০১৭ সালে বার্বাডোজে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়েছিলেন। উচ্চতা ও পেশিবহুল শরীর দিয়ে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে আসতেন তিনি। চোটের কারণে গত বছর জুলাই থেকে খেলার বাইরে আছেন। ভারতের বিপক্ষে জুলাইতে পোর্ট অব স্পেনে ম্যাচটাই হয়ে থাকল তার শেষ টেস্ট।

রিয়াল সোসিয়েদাদ থেকে মেরিনোকে দলে নিল আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরো ২০২৪ জয়ী স্প্যানিশ তারকা উইঙ্গার মিকেল মেরিনোকে রিয়াল সোসিয়েদাদ থেকে দলে ভিড়িয়েছে ইংলিশ জায়ান্ট আর্সেনাল।

৩২ মিলিয়ন ইউরোর সাথে আরো পাঁচ মিলিয়ন বোনাসসহ সর্বমোট ৩৭ মিলিয়ন ইউরোতে মেরিনো আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন বলে বিভিন্ন স্প্যানিশ গণমাধ্যম দাবী জানিয়েছে।

আর্সেনাল বস মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'অভিজ্ঞাতা ও বৈচিত্র্য দিয়ে মিকেল আমাদের দলকে আরো বেশী সমৃদ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কয়েক বছর ধরে মিকেল নিজেকে প্রমান করে আসছে। তার কারনে আমাদের দল আরো বেশী শক্তিশালী হবে। সবাই মিলে আর্সেনালকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিতে যেতে চাই।'

ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানীর বিপক্ষে স্পেনের হয়ে নাটকীয় জয়সূচক গোলটি করেছিলেন মেরিনো। ২৮ বছর বয়সী এই উইঙ্গার ছয় বছর সোসিয়েদাদে খেলেছেন। তার আগে অবশ্য ইংলিশ ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ২০১৭/১৮ মৌসুমে নিউক্যাসলের হয়ে এক মৌসুম কাটিয়েছেন মেরিনো। কিন্তু সেখানে খুব একটা সুবিধা করতে না পেরে স্পেনে পাড়ি জমান।

ইতালিয়ান ডিফেন্ডার রিকার্ডো কালাফিওরিকে দলে নেবার পর এবারের ট্রান্সফার উইন্ডোতে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে আর্সেনালে যোগ দিলেন মেরিনো। গোলরক্ষক ডেভিড রায়ার ব্রেন্টফোর্ড থেকে স্থায়ী চুক্তির নিশ্চিত হয়েছে।

আর্সেনালের স্পোর্টিং ডিরেক্টর এডু বলেছেন, 'এবারের গ্রীষ্মে মিকেল আমাদের মূল টার্গেট ছিল। আমাদের দলে দারুনভাবে ফিট হবার ক্ষেত্রে তার প্রতি শুরু থেকেই সকলের নজড় ছিল। আশা করছি তাকে পেয়ে আমাদের দল আরো বেশী শক্তিশালী হবে। গত মৌসুমে যা পারফরমেন্স হয়েছিল তার থেকে এবার আরো ভাল করতে চাই। নতুন মৌসুমকে সামনে রেখে যে ধরনের অভিজ্ঞতা, শারিরীক দক্ষতা ও বৈচিত্র্য আমরা আশা করেছি তার সবকিছুই মিকেলের মধ্যে রয়েছে।'

গত দুই মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটির পর দ্বিতীয় স্থানে থেকে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছে আর্সেনাল। এবার সেই ধারা থেকে বেরিয়ে প্রথম স্থান অর্জণ করতে চায় উত্তর লন্ডনের ক্লাবটি। ২০০৩/০৪ মৌসুমের পর থেকে এখনো পর্যন্ত লিগ শিরোপা জয় করতে পারেনি গানার্সরা।

বায়ার্নের মুখোমুখি বার্সা, রিয়ালের প্রতিপক্ষ লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে অন্যরকম একটি দ্বৈরথ তৈরি হয়েছে বার্সেলোনার। নতুন নিয়মের ড্রতেও শুরুতে মুখোমুখি হবে দলদুটি। এছাড়া আরেক জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষেও লড়বে বার্সা। গতবারের ফাইনালিস্টদের বিপক্ষে লড়বে আরেক স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদও। এছাড়া ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলের মোকাবেলা করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

মোনাকোয় বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠিত হয় নতুন আসরের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র। নতুন নিয়মের এই ড্রয়ে কিছু অংশ হয় ম্যানুয়ালি এবং বাকিটা কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এই ড্র অনুষ্ঠানে ছিলেন ফুটবল বিশ্বের দুই তারকা খেলোয়াড় জিয়ানলুইজি বুফন ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।

বিগত আসরগুলো থেকে এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বদলে গেছে অনেক কিছুই। দল বেড়েছে, বেড়েছে ম্যাচের সংখ্যা। পাশাপাশি বেড়েছে অর্থ পুরস্কারের পরিমাণও। একই সঙ্গে বদলে গেছে ড্রয়ের ধরণও। এবার থাকছে না কোনো গ্রুপ পর্ব। ড্রতে কেবল নির্ধারিত হয়েছে প্রতিটি দল অন্য কোন আটটি দলের বিপক্ষে খেলবে। অন্যান্য বছর প্রতিটি দলের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচে দুইবার লড়াই করে। প্রথম পর্বে লড়বে কেবল একবারই।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল ঘরের মাঠে লড়বে ডর্টমুন্ড, এসি মিলান, সলজবার্গ এবং স্টুটগার্টের বিপক্ষে। অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ লিভারপুল, আতালান্তা, লিলে এবং ব্রেস্ত। যেখানে বায়ার্ন, আতালান্তা, ইয়ং বয়েজ ও ব্রেস্তের বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলবে বার্সেলোনা। আর ডর্টমুন্ড, বেনফিকা, এস্ত্রেল্লা রোজা ও মোনাকোর আতিথেয়তা নেবে দলটি।

পিএসজির মাঠে গিয়ে খেলবে ২০২২-২৩ সালের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। এছাড়া জুভেন্তাস, স্পোর্টিং লিসবন ও স্লোভান ব্রাতিসলাভার মাঠে গিয়েও খেলবে দলটি। ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ ইন্টার মিলান, ক্লাব ব্রুস, ফেয়েনুর্দ এবং স্পার্তা প্রাগ। রিয়াল ছাড়া বায়ার লিভারকুসেন, লিলে ও বোলোনিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলবে আরেক ইংলিশ জায়ান্ট লিভারপুল। অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ লাইপজিগ, এসি মিলান, পিএসভি ও জিরোনা।

বার্সার মাঠে অ্যাওয়ে ম্যাচ ছাড়াও শাখতার দোনেস্ক, ফেয়েনুর্দ এবং অ্যাস্টন ভিলার মাঠে খেলবে বায়ার্ন। ঘরের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ পিএসজি, বেনফিকা, ডায়নামো জাগরেব এবং সলজবার্গ। গতবারের ফাইনালিস্ট বরুশিয়া খেলবে দুই স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সা ও রিয়ালের বিপক্ষে। তবে বার্সার বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে তারা। এছাড়া শাখতার, সেল্টিক ও স্টুর্ম গ্রাজএও আতিথেয়তা দেবে তারা। রিয়াল ছাড়া ব্রুস, জাগরেব ও বোলোনিয়ার মাঠে গিয়ে খেলবে দলটি।

অ্যাতোলেতিকো মাদ্রিদের ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ লাইপজিগ, লিভারকুসেন, লিলে এবং ব্রাতিসলাভা। পিএসজি, বেনফিকা, সলজবার্গ এবং স্পার্তা প্রাগের মাঠে খেলবে তারা। ম্যানসিটি ও অ্যাতোলেতিকো ছাড়া ঘরের মাঠে পিএসভি ও জিরোনার বিপক্ষে খেলবে পিএসজি। এছাড়া বায়ার্ন, আর্সেনাল, সলজবার্গ এবং স্টুটগার্টের মাঠে গিয়ে খেলবে দলটি। জুভেন্তাসের ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ম্যানসিটি, বেনফিকা, পিএসভি ও স্টুটগার্ট। অ্যাওয়ে ম্যাচে লাইপজিগ, ক্লাব ব্রুস, লিলে ও অ্যাস্টন ভিলার মাঠে খেলবে তারা।

ব্যালন ডি'অর জিতবেন, বিশ্বাস ভিনিসিয়ুসের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গত মৌসুমটা দারুণ কাটিয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নেওয়ার পাশাপাশি জিতে নিয়েছেন লা লিগার শিরোপাও। দলের এই শিরোপা জয়ে রেখেছেন মুখ্য ভূমিকা। তাতে এবার ব্যালন ডি'অর জিতে নেওয়ার রেসে বেশ এগিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান। আর শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে এই পুরস্কার দেখার ব্যাপারেও দারুণ আশাবাদী এই ফরোয়ার্ড।

এর আগে ব্রাজিলের হয়ে অনেকেই জিতেছেন ব্যালন ডি'অর। প্রথমবার জিতে নেন রোনালদো নাজারিও। তিনি পেয়েছেন দুইবার। এরপর রিভালদো, রোনালদিনহো এবং কাকাও জিতেছেন এই মর্যাদার ট্রফিটি। তাদের মতো এই পুরস্কার হাতে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেন ভিনিসিয়ুসও। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ভিনি বলেন, "আমার কাছে উদাহরণ হিসাবে কাকা আছে, রোনালদো (নাজারিও) আছে যিনি দুইবার পুরস্কার জিতেছেন, আমার কাছে রয়েছে রোনালদিনহো, রিভালদো, অনেক ব্রাজিলিয়ান খেলোয়াড় যারা ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে, রোনালদো ও রোনালদিনহো হলেন আমার সবচেয়ে কাছের, যারা আমাকে প্রতিদিন বলেন যে আমাকে ব্যালন ডি'অর জিততে হবে।"

"আমি যখন রোনালদোর সঙ্গে ইবিজাতে ছিলাম এবং তার বাড়িতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন: 'এখানে আরও কিছু দিন প্রশিক্ষণ নাও, তাহলে তুমি ব্যালন ডি'অরের কাছাকাছি যাবে।' তারা এমন খেলোয়াড় যারা অবিশ্বাস্য কিছু করেছেন। ব্যালন ডি'অরের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা এবং একটি পুরস্কার জিততে পারা, সত্যিই অবিশ্বাস্য কিছু হবে," যোগ করেন এই রিয়াল তারকা।

অবশ্য রিয়ালের হয়ে দারুণ মৌসুম কাটালেও জাতীয় দলের হয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। কোপা আমেরিকায় তার দল বিদায় নেয় নকআউট পর্বের শুরুতেই। সেক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে তার আরেক সতীর্থ জুড বেলিংহ্যাম। রিয়ালের শিরোপা জয়ে তার ভূমিকাও ছিল দুর্দান্ত। আর ইংল্যান্ডকে ইউরোর ফাইনালে ওঠার পেছনেও ছিল কার্যকরী ভূমিকা।

চোট কাটিয়ে অনুশীলনে মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন লিওনেল মেসি। অবশেষে ৪৫ দিন পর অনুশীলনে ফিরেছেন তিনি। ইন্টার মায়ামির হয়ে অনুশীলন করতে দেখা গেছে মেসিকে।

মেসির অনুশীলন দেখতে মায়ামির মাঠে ভিড় করেছিলেন সমর্থকরা। মেসিকে দেখে হাসি ফোটে তাদের মুখে। চিৎকার করে হাততালি দেন তারা। যদিও বেশিক্ষণ অনুশীলন করেননি মেসি। তবে মেসি অবশ্য কবে মাঠে ফিরতে পারবেন সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না চিকিৎসকরা। মায়ামির জানিয়েছে, মেসিকে নিয়ে ঝুঁকি নিচে চাইছে না তারা। যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ সময় দেওয়া হবে মেসিকে।

১৫ জুলাই কোপার ফাইনালে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে চোট পান মেসি। সেই অবস্থাতেই দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু ৬৪ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় বার ডান পায়ের গোড়ালিতে চোট পাওয়ার পরে আর খেলতে পারেননি। উঠে যেতে হয় তাকে। বেঞ্চে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন মেসি। হয়তো হারের হতাশা গ্রাস করেছিল তাকে। তবে শেষ পর্যন্ত হাসি ফোটে মেসির মুখে। লাউতারো মার্তিনেসের গোলে কলম্বিয়াকে হারিয়ে পর পর দু'বার কোপা জেতে আর্জেন্টিনা।

সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে দু'টি খেলা রয়েছে আর্জেন্টিনার। সেখানে খেলতে পারবেন না মেসি। তাকে বাদ দিয়েই দল তৈরি করেছেন লিওনেল স্কালোনি। তিনি জানিয়েছেন, সুস্থ হয়েই একেবারে দলে ফিরবেন মেসি।

আল-নাসেরে জিদানকে চেয়েছেন রোনালাদো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খেলোয়াড়ি জীবন শেষে জিনেদিন জিদান কোচিংয়েও ইতিহাস গড়েছিলেন। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে জিতেছিলেন টানা তিন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। এরপর রিয়ালের দায়িত্ব ছাড়ার পর কোচিংয়ে আর যোগ দেননি জিদান। তবে এবার জিদানকে আল নাসরে দেখতে চান ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। গত মৌসুমে আল হিলাল আল-নাসের সঙ্গে ১৪ পয়েন্টের স্পষ্ট ব্যবধান রেখে শিরোপা জিতেছে। ২০২৪-২৫ মৌসুম শুরুর আগে সৌদি সুপার কাপে আল নাসের ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে আল হিলালের কাছে হেরেছে। পরাজয়ের পর আলোচনা উঠেছিল, পর্তুগিজ মহাতারকা কোচের পারফরম্যান্সে খুশি নন।

স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর, পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী মহাতারকা কোচের কাছে এমন টোটকা চান যেখানে শেষ মিনিট পর্যন্ত জয়ের লড়াই জারি থাকবে। সেজন্য রোনালদো ফ্রান্সের সাবেক অধিনায়ক জিদানকে সৌদিতে চান।

ফ্রেন্সম্যানকে সৌদিতে আনতে চান এটাই প্রথম খরব নয়। গত মৌসুমে এমন খরব রটেছিল, আল ইত্তিহাদ ৫২ বর্ষী জিদানকে ক্লাবে আনতে চেয়েছিল। করিম বেনজেমাকে দলে ভেড়ানোর সময় জিদানকে ক্লাবে আনার চেষ্টা করেছিল সৌদি ক্লাবটি। তবে জিদান সাফ জানিয়েছেন কোনো ক্লাবের দায়িত্ব নিতে এখন তিনি প্রস্তুত নন।

জয় শাহ ভারতকে পাকিস্তানের মাঠে খেলানোর ব্যবস্থা করবেন, আশায় ইউনুস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রভাবশালী ক্রিকেট প্রশসক জয় শাহ আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হওয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক ইউনুস খান। তিনি আশা করছেন জয় শাহর মাধ্যমে ক্রিকেট এগিয়ে যাবে সেই সঙ্গে ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা দেখিয়ে ভারতকে পাকিস্তানে খেলানোর ব্যবস্থা করবেন তিনি।

চরম রাজনৈতিক বৈরিতায় নিজেদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ খেলে না ভারত-পাকিস্তান। নিরাপত্তাজনিত কারণে ২০০৮ সালের পর আর পাকিস্তান সফর করেনি ভারত। আইসিসি ও এসিসি ইভেন্ট ছাড়া মুখোমুখি হয় না দু'দল।

গত এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান হলেও সেখানে খেলতে যেতে চায়নি ভারত। টুর্নামেন্টটি আয়োজিত হয় হাইব্রিড মডেলে। গত বছর ভারতে গিয়ে অবশ্য ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেছে পাকিস্তান। আগামী ফেব্রুয়ারির আইসিসি ইভেন্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু ভারত সেখানে গিয়ে খেলবে কিনা তা নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা।

ইউনুস আশা করেন জয় তার ক্রীড়াসুলভ মনোভাব দিয়ে ভারতকে পাকিস্তান সফরে নিয়ে যেতে ভূমিকা রাখবেন, 'জয় শাহর আইসিসি প্রধান হওয়ায় ক্রিকেটের উত্তরণ হওয়া উচিত।'

'জয় শাহকে ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা দেখানো দরকার। আইসিসি প্রধান হিসেবে তার ভালো উদ্যোগ হতে পারে ভারতকে পাকিস্তানকে এনে ক্রিকেট খেলাতে পারা। একই সঙ্গে পাকিস্তানকেও ভারতে নিয়ে যেতে পারা।' দুই দেশের বৈরিতা সরিয়ে আবার দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ শুরু করানোর আশা ইউনুসের।

পাকিস্তান দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়েও কথা বলেন প্রাক্তন ডানহাতি ব্যাটার। সম্প্রতি ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে টেস্ট হেরে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে পাকিস্তান। ইউনুসের মতে ঘরের মাঠে প্রত্যাশার চাপ বেশি থাকলেও সেটা পেশাদার খেলোয়াড়দের সামাল দেয়া উচিত, 'ঘরের মাঠে খেলা সব সময় চাপের। খেলোয়াড়রা যদি চাপ সইতে না পারে তাহলে কীভাবে হবে? খেলোয়াড়দের মানসিকতা আরও শক্ত করা উচিত।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR